দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

চবি'র ১২টি হল কক্ষ শিবিরের দখলে

॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতাদের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ছাত্র হলের ১২টি কক্ষ দখল করে নিয়েছে শিবির। এছাড়া হলের ছাত্র সংসদগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে শিবিরের দলীয় বৈঠক এবং (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

চবির ১২টি কক্ষ

(প্রথম পৃঃ পর)

পাঠাগার হিসাবে। এ ব্যাপারে হল প্রভোস্টরা কিছুই জানেন না বলে দৈনিক ইত্তেফাককে জানান। আবদুর রব হলের প্রভোস্ট প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল করিম দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'এ ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে আমি অবগত নই।' তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি শিহাব উল্যাহ দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, 'হলের নিয়মানুযায়ী শিবির নেতারা হলে অবস্থান করছেন।' হলের এসব কক্ষকে দলীয়ভাবে ব্যবহার করা প্রসঙ্গে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. কামরুল ইসলাম বলেন, 'আগে অনেক অনিয়ম ছিল। এখন অনেকটা নিয়মের মধ্যে চলে এসেছে। তবুও কিছু অনিয়ম থাকতে পারে। এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরো ক্যাম্পাসে দখলদারিত্ব কায়েম করে ছাত্রশিবির। এর পাশাপাশি ৬টি আবাসিক ছাত্র হলের বেশ কয়েকটি কক্ষ সংশ্লিষ্ট হল সভাপতি, সেক্রেটারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই দখল করে নেয় শিবির। গত কয়েক বছর যাবৎ দুই থেকে তিন সিট বিশিষ্ট কক্ষগুলোতে শিবির নেতারা এককভাবে অবস্থান করায় কক্ষের বাকি সিটগুলো খালি পড়ে আছে। সোহরাওয়ার্দী হলে তিন সিট বিশিষ্ট ২৩১ ও ১২১ নং কক্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি শিহাব উল্যাহ এবং হল সেক্রেটারী মনছুরুল আলম। এ হলের ছাত্র সংসদকে ব্যবহার করা হচ্ছে দলীয় পাঠাগার হিসাবে। আলাওল হলের ২ সিট বিশিষ্ট ১২৭ নং কক্ষে থাকছে হল সেক্রেটারী মোহাম্মদ নাহিদ। এএফ রহমান হলের ২ সিট বিশিষ্ট ৩১৯ নং কক্ষে অবস্থান করছে হল সভাপতি সামসুদ্দিন। এ হলের পাঠকক্ষকে নামকরণ করা হয়েছে নিহত শিবির নেতা জোবায়েরের নামে। শহীদ আবদুর রব হলের ২ সিট বিশিষ্ট ৩০৬ ও ২২৯ নং কক্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে হল সভাপতি জাকির এবং সেক্রেটারী নেছার। এ হলের ২ সিট বিশিষ্ট ২০৭ এবং ২২০ নং কক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে যথাক্রমে অতিথি কক্ষ এবং পাঠাগার হিসাবে। শাহ আমানত হলের ৩ সিট বিশিষ্ট ৩০৮ এবং ২১৭ নং কক্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে হল সভাপতি মাহবুব এবং সেক্রেটারী সাকের উল্যাহ। হল সেক্রেটারী এর সত্যতা স্বীকার করেছেন দৈনিক ইত্তেফাকের কাছে। শাহজালাল হলের ২ সিট বিশিষ্ট ৩১৭ ও ১২৪ নং কক্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে হল সভাপতি আরিফ এবং সেক্রেটারী জাফর। এছাড়া হলের ছাত্র সংসদসমূহ শিবিরের দলীয় কোন সভা ছাড়া খোলা হয় না বলে ছাত্ররা জানিয়েছে।